ডিওয়ার্মিং

শেয়ারিং/পশম কর্তন

খুর কর্তন

অভিযোজন ক্ষমতা:

ক্রসব্রীড ভেড়ার ৩য় জেনারেশনের ফলাফল পর্যন্ত দেখা যায়, আমাদের দেশীয় খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় এদের রোগ বালাই কম হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুর হারও কম। একই দেশীয় পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ক্ষমতা দেশী ভেড়ার চেয়ে বেশি। ৬-৭ জেনারেশন অতিক্রম হলে এরা আমাদের দেশের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে বলে আশা করা যায়। মাঠ পর্যায়ে সঠিক প্রজনন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে এদের উৎপাদন ক্ষমতা একই রাখা সম্ভব।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত ক্রসব্রীড ভেড়ার উৎপাদনশীলতার তুলনামূলক চিত্র:

উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলী	দেশীয় জাতের ভেড়া	বিএলআরআই উদ্ভাবিত ক্রসব্রীড ভেড়া
জন্ম ওজন (কেজি)	১.২-২.২	২-৩
৩ মাসের ওজন (কেজি)	৬-৮	১০-১২
৬ মাসের ওজন (কেজি)	১০-১২	১৫-১৮
১ বছরে ওজন (কেজি)	১৬-২০	২২-২৮
দৈহিক বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন)	৭০-৭৫	৭০-১০০
প্রথম গর্ভধারণের বয়স (মাস)	৮-৯.৫	১২-১৩
গর্ভকাল (দিন)	১৪৬-১৫৪	১৪৬-১৫০
লিটার সাইজ/প্রতিবার বাচ্চা জন্ম দেয়ার সংখ্যা	১-৩	১-২
বাচ্চা মৃত্যুর হার (%)	৪.৭৩	৬.৪৬

[সূত্রঃ বিএলআরআই এ্যানুয়াল রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ-২০২২; বি. দ্রঃ বিএলআরআই উদ্ভাবিত ক্রসব্রীড ভেড়ার ৩য় জেনারেশন পর্যন্ত প্রাপ্ত ডাটার গড় মান]

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ক্রসব্রীড ভেড়ার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ক্ষমতা দেশীয় জাতের ভেড়ার তুলনায় অনেক বেশি। আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে সঠিক ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে ক্রসব্রিডিংয়ের মাধ্যমে দেশীয় জাতের ভেড়ার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই ক্রসব্রীড ভেড়া দেশের মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা ও রচনায়

১। **ড. মোঃ জিল্লুর রহমান**
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রু.দা) ও বিভাগীয় প্রধান
ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

২। **নূরে হাছনি দিশা**
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ
বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

৩। **সাদিয়া আফরিন**
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

গবেষণা সমন্বয়কারী: ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

সম্পাদনায়: মো: জাহিদুল ইসলাম, প্রকাশনা কর্মকর্তা, বিএলআরআই
প্রকাশনায়: বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১।
বিএলআরআই প্রকাশনা নং: ৩৫৩
প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ২০২৪
প্রথম সংস্করণ: ১০০০ (এক হাজার) কপি

ক্রসব্রিডিং এর মাধ্যমে দেশীয় জাতের ভেড়ার উন্নয়ন সম্ভাবনা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ওয়েবসাইট: www.blri.gov.bd

ভূমিকা:

দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে এবং দেশে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে গরু, ছাগল ও মহিষের পাশাপাশি ভেড়াও অবদান রাখছে। ভেড়া থেকে প্রধানত মাংস, পশম, দুধ ও জৈব সার পাওয়া যায়। এছাড়াও এরা খামারীর জীবন্ত-বীমা (Live insurance) হিসাবে প্রয়োজনের সময় অর্থের যোগান দেয়। বর্তমানে দেশে ৩৭.৫২ লক্ষ ভেড়া রয়েছে যা গবাদিপ্রাণির সংখ্যানুপাতে তৃতীয় (২০২১-২২ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী)। ভেড়া পালনের অন্যতম সুবিধা হল এটি প্রতিকূল পরিবেশে খুব সহজে লালন পালন করা যায়, সহজে বিক্রয়যোগ্য এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ। দেশীয় জাতের ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এরা দ্রুত প্রজননশীল, বছরে দুইবার বাচ্চা দেয় এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এতসব গুনাগুণ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, দেশীয় জাতের ভেড়ার দৈহিক বৃদ্ধির হার কম হওয়ায় এদের মাংস উৎপাদন কম হয়ে থাকে। মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্রসব্রিডিং একটি অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। দুটো ভিন্ন জাতের প্রাণী বা গবাদিপ্রাণির প্রজনন ঘটিয়ে একটি নতুন উন্নত জাতের উদ্ভব ঘটানোকে ক্রসব্রিডিং বলে। মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাতের সাথে দেশীয় জাতের ভেড়ার ক্রসব্রিডিং এর মাধ্যমে দৈহিক বৃদ্ধির হারকে প্রভাবিত করে মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট অস্ট্রেলিয়া থেকে মাংস উৎপাদনকারী ডরপার, প্যারেন্ডাল ও সাফক জাতের ভেড়া নিয়ে আসে। উদ্দেশ্য ছিল, উন্নত জাতের ভেড়ার সাথে দেশীয় জাতের ভেড়ার ক্রসব্রিডিং করানোর মাধ্যমে দেশীয় জাতের ভেড়ার মাংস উৎপাদন ক্ষমতা ও মাংসের গুণগতমান বৃদ্ধি করা।

ক্রসব্রীড ভেড়া উৎপাদন:

দেশীয় ভেড়া থেকে ক্রসব্রীড ভেড়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে মাংস উৎপাদনকারী ১৩টি সাফক, ১৪টি প্যারেন্ডাল ও ১৫টি ডরপার জাতের মোট ৪২টি ভেড়া নিয়ে আসা হয়। আমদানীকৃত ভেড়াগুলো কোয়ারেন্টাইনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতকৃত কোয়ারেন্টাইন সেডে স্থানান্তর করা হয় এবং দীর্ঘ একমাস কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। পরবর্তীতে, আমাদের দেশের পরিবেশের সাথে এদের খাপ খাওয়ানো এবং দেশীয় জাতের ভেড়ার সাথে ক্রসব্রিডিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। সাফক, প্যারেন্ডাল ও ডরপার জাতের পাঁঠার (সায়ার লাইন) সাথে দেশীয় জাতের ভেড়ীর (ডেম লাইন) প্রজনন ঘটিয়ে ৫০%-৫০% ক্রসব্রীড ভেড়া উৎপাদন করা হয়েছে। সায়ার লাইন/পাঁঠার গড় ওজন ছিল ৮০-৮৫ কেজি এবং ডেম লাইন/ভেড়ীর গড় ওজন ২৫-৩০ কেজি। ভেড়ী হিটে আসার ১২-২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রজনন তালিকা অনুযায়ী প্রাকৃতিকভাবে পাল দেয়া হয়।

ক্রস ব্রিডিংয়ের জন্য সাধারণ পরিকল্পনা:

বিদেশী জাতের পাঁঠা (সাফক/প্যারেন্ডাল/ডরপার) × দেশীয় জাতের ভেড়ী

↓

৫০%-৫০% ক্রসব্রীড ভেড়া

ডরপার ক্রসব্রীড

প্যারেন্ডাল ক্রসব্রীড

সাফক ক্রসব্রীড

ক্রসব্রীড ভেড়ার ব্যবস্থাপনা:

বাসস্থান ব্যবস্থাপনা:

- ভেড়ার ঘর টিন বা পাকা হতে পারে তবে যে ধরনের ঘরই হোক না কেন ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাঁচা তৈরী করে তার উপর ভেড়া রাখা হয়
- মাঁচার উচ্চতা ৪-৫ ফুট এবং মাঁচা থেকে ছাদের উচ্চতা ৬-৮ ফুট
- ভেড়ার বাসস্থান খোলামেলা হতে হবে যেন পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে
- বিএলআরআই উদ্ভাবিত ক্রসব্রীড ভেড়াকে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে পালন করা হয়
- এই পদ্ধতিতে ভেড়াকে দিনে মাঠে চরানো হয় এবং রাতে ঘরে রাখা হয়

আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত বাসস্থান

খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

ভেড়াকে দিনে দুই বেলা দৈহিক ওজনের ১.৫ % হারে দানাদার খাদ্য (১৭% ক্রুড প্রোটিন ও ১১ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি/কেজি শুষ্ক পদার্থ) এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাস ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ভেড়াকে ৬-৮ ঘণ্টা চারণভূমিতে চরানো হয়ে থাকে। ঘাসের চাহিদা পূরণ করার জন্য মৌসুম অনুযায়ী ভুট্টা, ওটস্, নেপিয়ার, পাকচং ও জার্মান ঘাস সরবরাহ করা হয়।

দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ:

ক্রমিক নং	উপাদান	শতকরা হার (%)
১	ভুট্টা ভাঙা	৩০.০০
২	গমের ভূষি	৩০.০০
৩	খেসারী ভূষি	১৬.০০
৪	সয়াবিন মিল	২০.০০
৫	প্রোটিন কনসেন্ট্রেট	১.৫০
৬	লবণ	১.০০
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫
৮	ডিসিপি	১.০০

জৈব নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা:

খামারে ও সেডে প্রবেশের শুরুতে ফুটবাথে পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। যাতে বাইরে থেকে কোন সংক্রমণ ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে কিংবা সেডের ভিতর থেকে কোন সংক্রমণ বাইরের পরিবেশে ছড়াতে না পারে।

টিকা দেয়ার সময়সূচী	ডিওয়ার্মিং/কৃমিনাশক	ডিপিং
পিপিআর (বছরে ১ বার) এফএমডি (বছরে ২ বার)	প্রতি তিন/চার মাস পরপর ভেড়াকে (তিন মাস বয়স হতে) কৃমিনাশক দেয়া হয়	উকুন, আঠালি, মায়াসিস, মেইঞ্জ ইত্যাদি প্রতিরোধে ভেড়াকে প্রতিমাসে একবার ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে গোসল করানো হয়

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা:

- নিয়মিত খুর কাটা
- নিয়মিত পশম কাটা (বছরে ২ বার, মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)
- শিং ছোট করে দেয়া